গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড

এবং

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৮–৩০ জুন, ২০১৯

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা

পিজিসিবি'র কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন ১ : পিজিসিবি'র রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২ : পিজিসিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহ/মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়ন লক্ষ্যে-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)

এবং

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ১৯ ইং তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the PGCB)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, শিল্প, কৃষিকাজ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর স্থির মূল্যে জাতীয় গড় উৎপাদনে (জিডিপি) বিদ্যুৎ উপ-খাতের অবদান ছিল ১.২৯ শতাংশ। মোট চাহিদার বিবেচনায় এখনো বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৯ খৃষ্টাব্দে ৪,৯৪২ মেঃওঃ হতে ২০১৭ খৃষ্টাব্দে ১৩,৫৬১ মেঃওঃএ উন্নীত হয়েছে। জনপ্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার হতে ৪৪৩ কিলোওয়াট আওয়ারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী লোকের অনুপাত ৪৭ শতাংশ হতে ৮৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০২১ খৃষ্টাব্দ ২৪,০০০ মেঃওঃ এবং ২০৩০ খৃষ্টাব্দে ৪০,০০০ মেঃওঃএ দাঁড়াবে।বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে তাল রাখার জন্য পিজিসিবি ১০,৫১৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ১৬০ টি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলো বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে ২০১৬ থেকে ২০২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং সঞ্চালন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। গত তিন (৩) বছরে সঞ্চালন লাইন ১০২১.০৯ সার্কিট কিলোমিটার এবং গ্রীড উপকেন্দ্রে ক্ষমতা ৬৫৫০.২০ এমভিএ বৃদ্ধি হয়েছে। সঞ্চালন লস ২.৭৭% হইতে ২.৬৭% হইয়াছে।

বছর ভিত্তিক পিজিসিবি'র ব্যবস্থাপনাধীন বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো ও অর্জন নিচে বর্ণনা করা হলঃ

অর্থ বছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কি.মি.)			গ্রীড উপকেন্দ্র									
				এইচভিডিসি		৪০০/২৩০ কেভি		৪০০/১৩২ কেভি		২৩০/১৩২ কেভি		১৩২/৩৩ কেভি	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা মেঃ ওঃ	সংখ্যা	ক্ষমতা এমভিএ	সংখ্যা	ক্ষমতা এমভিএ	সংখ্যা	ক্ষমতা এমভিএ	সংখ্যা	ক্ষমতা এমভিএ
২০১২-১৩	০	৩,০২০.৭৭	৬,০৮০.০০	০	০	০	০	০	০	১৫	৬,৯৭৫.০০	৮৪	৯৭০৫.০০
২০১৩-১৪	১৬৪.৭০	৩,০৪৪.৭০	৬,১২০.০০	১	৫০০	০	০	০	০	১৮	৮,৭৭৫.০০	৮৬	১০,৭১৪.৩০
২০১৪-১৫	১৬৪.৭০	৩,১৭১.৪৫	৬,২৭৩.৬৩	১	৫০০	১	৫২০	০	০	১৯	৯,০৭৫.০০	৮৯	১১,৯৬৩.৭২
২০১৫-১৬	২২০.৭০	৩,১৮৫.১৬	৬,৪০১.৬২	১	৫০০	১	৫২০	০	০	১৯	৯,৩৭৫.০০	৯০	১২,৬৫৫.৫০
২০১৬-১৭	৫৫৯.৭৬	৩,৩২৪.৯৯	৬,৪৬৫.৭৪	১	৫০০	২	১৫৬০	১	৬৫০	১৯	৯৬৭৫.০০	৯১	১৪,১৫৪.৫০

গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় প্রকল্প সম্পূর্ণ করায় বেশ কতগুলো সঞ্চালন অবকাঠামো কোম্পানীর নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে। আলোচ্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সঞ্চালন অবকাঠামো সংযোজন করা হয়। সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্যতে সিলেট অঞ্চলে নির্মাণাধীন ও নির্মিতব্য গ্যাস ভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ হতে বৃহত্তর ঢাকার চাহিদা পূরণে "বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০কেভি ও ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প" সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং কালিয়াকৈর ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র চালু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত পহেলা মার্চ, ২০১৭

তারিখে Video conference এর মাধ্যমে উক্ত লাইনের উদ্বোধন করেন। বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনটি দীর্ঘতম সঞ্চালন লাইন, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৯.৫০ কিলোমিটার।

অর্পিত দায়িত্ব পালনে চ্যালেঞ্জসমূহঃ

বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ নিয়োগ এবং তাদেরকে প্রয়োজনমত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশে উল্লেখযোগ্য প্রকার ও পরিমাণের মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয় না। এগুলো বিদেশ হতে আমাদানী করা ছাড়া বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই-একটি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ১৩২/৩৩ কেভি ট্রান্সফরমার এবং এমএস টাওয়ার সেকশন উৎপাদন করছে। ইনসুলেটর এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী সঞ্চালন তার এখনো বিদেশ হতে আমদানী করতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুত করা হলে এক্ষেত্রে বিদেশ নির্ভরতা হ্রাস পেত। যাহোক এ যাবৎ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প অর্থায়নঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদনখাতের যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। সঞ্চালন সিস্টেমের অবকাঠামো উন্নয়নে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের আলোকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ১২.৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ এর জন্য এটি বাস্তবিক অর্থেই একটি উদ্বেগের বিষয়। তবে সরকার উন্নয়ন সহযোগিদের নিকট হতে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ যোগাড় করে দিচ্ছে। সরকার নিজেও কোম্পানীর উন্নয়ন কর্মকান্ডে ঋণ দিচ্ছে। কোম্পানীও ইদানিং প্রায় প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পে আংশিক অর্থ বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করে এমন বণিজ্যিক ব্যাংকও পিজিসিবি'র উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ প্রদানে এগিয়ে এসেছে। সম্প্রতিক বছরগুলোতে পিজিসিবি সম্পূর্ণ নিজস্ব বিনিয়োগে দু'-তিনটি করে উন্নয়ন প্রকল্পও বাস্তবায়ন করেছে।

দক্ষ লোকবল সৃষ্টিঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎ। বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ এর মাইলফলক সমূহ অর্জনের জন্য ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। পিজিসিবি তাঁদেরকে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সম্মেলন, প্রযুক্তি মেলা, আলোচনা অনুষ্ঠান, বিভিন্ন কর্মশালা ও শিক্ষা সফরে প্রেরণ করে। যে কোন টেকসই উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানব সম্পদ। এর ফলে পিজিসিবিতে যেমন দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠেছে তেমনি দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বেড়েছে। কেননা দক্ষ মানব সম্পদ পিজিসিবি'র বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকরী এবং কোম্পানী রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে কোম্পানী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। পিজিসিবি ইতোমধ্যে কোয়ালিটি ম্যানেজম্যান্টের আর্ন্তজাতিক স্বীকৃত মানের সর্বশেষ ভার্সন ISO ৯০০১:২০১৫ এবং BS OHSAS 18001:2007 সনদ অর্জন করেছে।

সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পিজিসিবি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বৎসরে অন্ততঃ ৭০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করেছে। যার বিপরীতে পিজিসিবি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পিজিসিবিতে যোগদানের পর থেকেই প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিবছর প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণের পর তাঁদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে প্রশিক্ষণের অগ্রগতি বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় গ্রীডের পরিচালন ও সংরক্ষণ, দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চালন ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কর্পোরেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ইনোভেশন কৌশল, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, অকুপেশনাল হেলথ-এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানিক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা ছিল প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি।

হুইলিং চার্জঃ

বাংলাদেশে বিদ্যুতের ক্রম বর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি এবং বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমুহে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে। বিগত সাত বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। বর্ধিত বিদ্যুৎ এবং ভবিষ্যতে উৎপাদিতব্য অধিকতর বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পিজিসিবি টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেছে। উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন অবকাঠামো বৃদ্ধির ফলে আসছে বছরগুলোতে উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সঞ্চালন আরো বৃদ্ধি পাবে। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় সার্থে পিজিসিবি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করছে। যাতে লাভজনক ও অলাভজনক প্রকল্প বিদ্যমান। এ প্রেক্ষাপটে পিজিসিবি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং হুইলিং চার্জ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো এবং সকল ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকারের প্রতিশ্রুতি অর্জনে পিজিসিবি বিপুল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা সঞ্চালন সিস্টেমকে শক্তিশালী করবে। পিজিসিবি সঞ্চালন সিস্টেমের অবকাঠামো উন্নয়নে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের আলোকে ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় গ্রীড নেটওয়ার্কে প্রায় ২৩,৪০০ সার্কিট কিঃমিঃ সঞ্চালন লাইন এবং প্রায় ১,২৫,৮০০ এমভিএ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহন এবং বাস্তবায়নে কাজ করছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

১। সঞ্চালন লাইন ৪৫০ সার্কিট কিলোমিটার নির্মাণ।
২। উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধিতকরন ২৫০০ এমভিএ।
৩। সঞ্চালন লস ৩.০% এর নিম্নে আনা ।
৪। দক্ষ জনবল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনপ্রতি বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান।

পিজিসিবি বিদ্যুৎ সেক্টরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখছে।

সেকশন-১

পিজিসিবি'র রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

বিদ্যুৎ খাতঃ অগ্রগতি ও উন্নয়ন প্রসংগে

১.০ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা এবং পরবর্তীতে শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পিজিসিবি'র ভিশন ও মিশন এবং কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

১.১ ভিশনঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবার নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা।

১.২ মিশনঃ জাতীয় পাওয়ার গ্রীডের দক্ষ ও কার্য্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশব্যাপী মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন নিশ্চিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

পিজিসিবি দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি সারাদেশে হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান। পিজিসিবি'র প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনাকরা, উদ্যোগী হওয়া, উন্নয়ন করা, পরিচালনা করা এবং সংযুক্ত ও দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম নেটওয়ার্ক বিনির্মাণ করা; যা অর্জনে নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। কোম্পানীর লক্ষ্য সমুহের মধ্যে আরো আছে- পরিকল্পনা তৈরি করা, অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, প্রকৌশল ও ডিজাইন করা, প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা, প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন করা, নির্মাণ করা। একই সঙ্গে সঞ্চালন লাইন, উপকেন্দ্র, লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার ও যোগাযোগ সুবিধাসমুহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও এর লক্ষ্য। পিজিসিবি'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১.৩.১ উৎপাদিত বিদ্যুতের সময়োচিত সঞ্চালন নিশ্চিত করা।

১.৩.২ গ্রীড অপ্রতুলতার কারনে কোন এলাকা সরবরাহ বিহীন না থাকা।

১.৩.৩ সঞ্চালন লস ৩% এর মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করা।

১.৩.৪ বিদ্যুতের ব্যহতি কমানো।

১.৩.৫ মানসম্মত ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সী নিশ্চিত করা।

১.৩.৬ গড় নীট সম্পদের উপর বার্ষিক আয় অর্জন অব্যাহত রাখা।

১.৩.৭ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১.৩.৮ ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা।

১.৩.৯ Economic Load Deshpatchনিশ্চিত করা।

১.৪ কার্যাবলিঃ

নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে পিজিসিবি অবিচল। এ কোম্পানী গঠণের উদ্দেশ্যের মধ্যে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উচ্চভোল্টেজের নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পরিচালন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরে পরামর্শ সেবা প্রদান, ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিষয়ক সামগ্রিক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন; বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয় ও পিজিসিবি'র মেমোরেন্ডাম-এ উল্লেখ করা হয়েছে। পিজিসিবি'র কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১.৪.১ নতুন সঞ্চালন লাইন স্থাপনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

১.৪.২ নতুন উপকেন্দ্র স্থাপনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

১.৪.৩ সঞ্চালন লস হ্রাসকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

১.৪.৪ সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্র পরিচালন , সংরক্ষণ, আধুনিকায়ন ও পুনর্বাসন।

১.৪.৫ গ্রীড কোড অনুযায়ী ভোল্টেজের মান নিশ্চিত করা।

১.৪.৬ স্থিতিশীল বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করা।

১.৪.৭ হুইলিং চার্জ এবং ওপিজিডব্লিউ এর বিল আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় জোরদারকরণ।

১.৪.৮ বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

১.৪.৯ কার্যকরভাবে procurement ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.৪.১০ Economic Load Despatch বাস্তবায়ন।

সেকশন-২

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance Indicators)	একক (Unit)	প্রকৃত		লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপন (Projection)		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্ব প্রাপ্তমন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র (Sources of data)
			২০১৬-১৭	২০১৭-১৮		২০১১৯-২০	২০২০-২১		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ	সঞ্চালন লাইনের প্রাপ্যতা	%	৯৯.৯৭	৯৯.৯৯ (মার্চ ১৮ পর্যন্ত)	৯৯.৯৯	৯৯.৯৬	৯৯.৯৬	পিজিসিবি	পিজিসিবি
	উপকেন্দ্রের প্রাপ্যতা	%	৯৯.৯৮	৯৯.৯৯ (মার্চ ১৮ পর্যন্ত)	৯৯.৯৯	৯৯.৯৬	৯৯.৯৬	পিজিসিবি	পিজিসিবি
২। সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন	সঞ্চালন লস	%	২.৬৭	২.৬৬ (মার্চ ১৮ পর্যন্ত)	২.৭৫	২.৮০	২.৮০	পিজিসিবি, বিউবো ও অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (আইপিপি)	এনার্জি অডিটিং ইউনিট, বিউবো
৩। মানব সম্পদ উন্নয়ন	গড় প্রশিক্ষণ প্রদান	জনঘন্টা	৭১.০৩	৫৭.৭১ (মার্চ ১৮ পর্যন্ত)	৬০	৬০	৬০	পিজিসিবি	পিজিসিবি

সেকশন-৩:

PGCB : APA Target for the Year 2018-19

Strategic Objectives	Functions	Performance Indicator	Unit	Weight (%)	2016-17		2017-18		2018-2019					2019-20	2020-21
					Target	Achievement	Target	Achievement	100%	90%	80%	70%	60%	100%	100%
1.Ensure transmission of generated electricity	1.1 Planning and implementation for construction of new transmission line in short, medium and long-terms.	Construction of Transmission Lines	km	10	339	366	450	432	450	445	440	435	4340	400	450
2. Ensure grid network for electricity availability in every distribution area.	2.1 Planning and implementation for construction of new substation in short, medium and long-terms.	Construction/Capacity enhancement of Grid Substation	MVA	9	1170	1348	2500	1906	2500	2400	2300	2200	2100	2600	2600
3.1 Keep Transmission loss below 3%.	3.1.1 Take effective process to reduce the transmission loss.	Transmission Loss	%	8	2.5	2.67	2.65	2.76	2.75	2.8	2.85	2.95	3	2.8	2.8
3.2 Reducing the electricity interruption	3.2.1 Development, rehabilitation, operation & maintenance of Transmission lines and substations.	Tranmission Line Availability	%	6	99.99	99.97	99.99	99.99	99.99	99.98	99.97	99.96	99.95	99.96	99.96
		Substation Availability	%	6	99.99	99.98	99.99	99.99	99.99	99.98	99.97	99.96	99.95	99.96	99.96
4. Ensure quality voltage and frequency.	4.1 Ensure quality voltage as per grid code.	System Power Factor at each Grid Substation	%	6	96.5	96.58	97	96.77	97	N.A	N.A	N.A	N.A	96	
	4.2 Ensure stable electricity supply.	System Frequency Sustained between 49.6 to 50.4 Hz in a Year	%	6	50.5	48.49	62	49.85	62	61	60	59	58	49	50
5. Maintaining annual income on average net assets.	5.1 Strengthening of revenue income by collection of Wheeling Charges and OPGW Charges.	Accounts Receivable	Equv. Month	4	1.5	2.27	1.5	3.26	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5
		Current Ratio	Ratio	2	1.1:1	2.78:1	1.5:1	2.77:1	1.5:1	1.45:1	1.4:1	1.35:1	1.30:1	1.5:1	1.5:1
		Quick Ratio	Ratio	2	1:1	2.66:1	1.4:1	2.66:1	1.4:1	1.35:1	1.30:1	1.25:1	1.20:1	1.4:1	1.4:1
		Debt Service Coverage Ratio	Ratio	2	1:1	2.56:1	1.2:1	2.05:1	1.2:1	1.1:1	1:1	0.9:1	0.8:1	1.2:1	1.2:1
		DSL Payment to the Government	Crore Taka	3	Current+10% of Arrear	384.45 Crore	Current+10% of Arrear	98.89	Current+10% of Arrear	Current+8 % of Arrear	Current+6 % of Arrear	Current+4 % of Arrear	Current+2% of Arrear	100	100
6. Ensure project implementation timely.	6.1 Implementation of annual development activities.	Implementation of ADP (Financial) (Own Financing, ECA & Others)	%	3	100	100.55	100	77.17	100	90	80	70	60	90	95
7. Ensure transparency in the procurement process.	7.1 Make an effective procurement Process.	E-GP tendering (all local below 100 crore)which is applicable	%	3	N.I	100.55	100	100	100	90	80	70	60	90	95
8. EnsureEconomic Load Despatch.	8.1 Economic Load Despatch Implementation	Violation of merit order despatch without valid ground (Validity will be checked by BPDB)	No	5	-	-	-	-	0	5	10	N.A	N.A	-	
				75											

পিজিসিবি'র আবশ্যিক কৌশল উদ্দেশ্যসমূহ ২০১৮-২০১৯
মোট নম্বর-২৫

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৮-২০১৯				
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (Mandatory Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতিমান (fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।	৩	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েব সাইটেআপলোড।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত।	তারিখ	০.৫	২০ জুন ২০১৮	২১ জুন ২০১৮	২৪ জুন ২০১৮		
		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/বিভাগে দাখিল।	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত।	তারিখ	০.৫	১৭ জানুয়ারি ২০১৯	২০ জানুয়ারি ২০১৯	২১ জানুয়ারি ২০১৯	২২ জানুয়ারি ২০১৯	২৩ জানুয়ারি ২০১৯
		মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) মন্ত্রনালয়/বিভাগে।	ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত।	তারিখ	১	২৪ জানুয়ারি ২০১৯	৩১ জানুয়ারি ২০১৯	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন।	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়।	জনঘণ্টা	১	৬০	-	-	-	-
কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন।	১০	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন।	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত ।	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০
			ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত।	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
			ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত।	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা।	ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত।	তারিখ	১	১০ জানুয়ারি ২০১৯	২৪ জানুয়ারি ২০১৯	২৮ জানুয়ারি ২০১৯	৩১ মার্চ ২০১৯	৩০ এপ্রিল ২০১৯
		দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্ত কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন।	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) সমূহের হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত।	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	০৪ মার্চ ২০১৯
			ডাটাবেজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত।	তারিখ	১	০৮ এপ্রিল ২০১৯	২২ এপ্রিল ২০১৯	০২ মে ২০১৯	১৬ মে ২০১৯	৩০ মে ২০১৯
		সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন।	হালনাগাদকৃত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা।	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০
			সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত।	তারিখ	০.৫	৩১ ডিসেম্বর ২০১৮	১৫ জানুয়ারি ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন।	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত।	%	০.৫	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫০
		অবসর শুরুর ০২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসর ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা।	অবসর আদেশ জারিকৃত।	%	১	১০০	৯০	৮০		
			ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত।	%	১	১০০	৯০	৮০		

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
						লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৮-২০১৯				
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (Mandatory Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতিমান (fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।	৯	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কর্যক্রমের উন্নয়ন।	ত্রিপক্ষীয় সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত।	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত।	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা।	স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত।	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	০৪ মার্চ ২০১৯
			অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত।	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	০৪ মার্চ ২০১৯
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত।	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ।	নিষ্পত্তিকৃত।	তারিখ	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০
		বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা।	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত।	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান।	নিয়োগ প্রদানকৃত।	সংখ্যা	১	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য কৌশল অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।	৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন।	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত।	সংখ্যা	১	৪	৩			
			জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত।	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ।	সকল অন লাইন সেবা তথ্য বাতায়নে সংযোজিত।	%	০.৫	১০০	৯০	৮০		
			তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত।	%	০.৫	১০০	৯০	৮০		
		দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ।	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত।	তারিখ	০.৫	১৮ অক্টোবর ২০১৮	৩১ অক্টোবর ২০১৮	১৫ নভেম্বর ২০১৮	২৯ নভেম্বর ২০১৮	০৬ ডিসেম্বর ২০১৮

আমি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিতঃ

....	১৯-০৬-২০১৮
ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ	তারিখ
....	১৯/৬/১৮
সচিব বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ
(Acronyms)

বিউবো	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
বিআরইবি	বাংলাদেশ রূরাল ইকেক্ট্রিফিকেশন বোর্ড
ডিপিডিসি	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
ডেসকো	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
ওজোপাডিকো	ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
নেসকো	নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
এপিএসসিএল	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড
ইজিসিবি	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড
আরপিসিএল	রূরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
নওপাজেকো	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
পিজিসিবি	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড
এমআইএস	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
এমভিএ	মেগাভোল্ট অ্যাম্পিয়ার
FGMO	Free Governor Mode Operation
AGC	Automatic Generation Control
আইপিপি	ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রোডিউসার
এআই	এর্নাজি অডিটিং ইউনিট
জিএম	জেনারেল ম্যানেজার
N.I	Not Included
N.A	Not applicable

সংযোজনী-২

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ বাস্তনায়নকারী সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি

ক্রমিক নম্বর	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তনায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা/দপ্তর	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১	নতুন সঞ্চালন লাইন সংযোজন	বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপন	পিজিসিবি	সার্কিট কিঃমিঃ, এমআইএস প্রতিবেদন	
২	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ	পুরাতন উপকেন্দ্রের রিনোভেশন ও নতুন গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা।	পিজিসিবি	এমভিএ, এমআইএস প্রতিবেদন	
৩	সঞ্চালন লস হ্রাস	• দেশের বিভিন্ন স্থানে লোড পয়েন্টে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা ও সেমতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা। • বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থায় সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্রে N-2 সিস্টেম বাস্তবায়ন, (তবে cost-benefit ratio তা সমর্থন নাও করতে পারে)। • নিয়মিত মেরামত ও সংরক্ষন কাজ পরিচালনা ইত্যাদি।	পিজিসিবি এবং পিডিবি ও অন্যান্য (আইপিপি) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	সঞ্চালন লস এর %, মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক পরিচালন), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এনার্জি অডিটিং ইউনিট), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পিজিসিবি-র এমআইএস প্রতিবেদন।	
৪	সঞ্চালন লাইনের প্রাপ্যতা	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিয়মিত মেরামত ও সংরক্ষনের মাধ্যমে সঞ্চালন লাইনের প্রাপ্যতা উন্নতি করা।	পিজিসিবি	লাইনের প্রাপ্যতা %, এমআইএস প্রতিবেদন।	
৫	গ্রীড উপকেন্দ্রের প্রাপ্যতা	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিয়মিত মেরামত ও সংরক্ষনের মাধ্যমে উপকেন্দ্রের প্রাপ্যতা উন্নতি করা।	পিজিসিবি	উপকেন্দ্রের প্রাপ্যতা %, এমআইএস প্রতিবেদন।	
৬	পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতি	গ্রাহক প্রান্তে ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন ও জাতীয় লোড ডেসপাচ সেন্টারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বিতরন সংস্থাসমূহের চাহিদা সমন্বয় সাধন, কস্ট ইফেক্টিভ পদ্বতিতে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতি করন।	পিজিসিবি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বিতরন সংস্থাসমূহ	পাওয়ার ফ্যাক্টর %, এমআইএস প্রতিবেদন।	
৭	গড় প্রশিক্ষণ প্রদান	বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	পিজিসিবি	এমআইএস প্রতিবেদন।	
৮	সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি	জাতীয় লোড ডেসপাচ সেন্টারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বিতরন সংস্থার চাহিদা সমন্বয় সাধন, FGMO ও AGC চালু করা, Arc furnace control এবং কস্ট ইফেক্টিভ পদ্বতিতে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখা।	পিজিসিবি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বিতরন সংস্থাসমূহ	সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি, এমআইএস প্রতিবেদন।	

সংযোজনী-৩

অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/ প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
বিউবো ও অন্যান্য (আইপিপি) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।	দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নতুন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা।	সঞ্চালন লস হ্রাস।	লোড পয়েন্টে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা ও সেমতে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা।	লোড পয়েন্টে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলে দূরবর্তী স্থান হতে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের প্রয়োজন হবে না ফলে লাইনের সঞ্চালন লস হ্রাস পাবে।	সঞ্চালন লস বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে এপিএ সূচক অর্জন হবে না।
বিউবো ও অন্যান্য (আইপিপি) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বিতরন সংস্থাসমূহঃ বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, বিআরইবি, ওজোপাডিকো ও নেসকো।	Active & reactive power এর নির্ধারিত সমতা বজায় রাখা।	সিস্টেম পাওয়ার ফ্যাক্টর।	Active & reactive power এর নির্ধারিত সমতা রক্ষার্থে – বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রেঃ উৎপাদন যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত পাওয়ার ফ্যাক্টরে বিদ্যুৎ উৎপাদন। বিতরন সংস্থাসমূহঃ গ্রাহক প্রান্তে যথাযথ ক্ষমতার ক্যাপাসিটর ব্যাংক বসানো।	সিস্টেমে Active & reactive power এর নির্ধারিত সমতা রক্ষা সিস্টেম এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি করে ও সিস্টেম স্ট্যাবিলিটি রক্ষা করে।	পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ধারিত মানে থাকবে না। এর ফলে প্রথমতঃ সিস্টেম এফিসিয়েন্সি কমবে এবং দ্বিতীয়তঃ সিস্টেম স্ট্যাবিলিটি হ্রাস পাবে। এছাড়া এপিএ সূচক অর্জন হবে না।
বিউবো ও অন্যান্য (আইপিপি) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।	নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের ভিতরে থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা ও FGMO, AGC চালু করা।	সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি	নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের ভিতরে থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। FGMO, AGC চালু হবে এবং একক বাল্ক লোড (Arc furnace) কে control করা হবে।	বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের ভিতরে থাকলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ও সিস্টেমে স্ট্যাবিলিটি ঝুঁকি দুটিই অনেক কমে আসে।	FGMO, AGC বিহীন উৎপাদন যন্ত্র এবং অনিয়ন্ত্রিত Arc furnace এর লোড এর কারনে Frequency variation বেশী হয়ে যায়। এতে এপিএ সূচক অর্জন হবে না। এটা বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ও সিস্টেমে স্ট্যাবিলিটি ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।
বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, বিআরইবি, ওজোপাডিকো ও নেসকো।	নিয়মিত হুইলিং বিল পরিশোধ করা।	Accounts Receivable	নিয়মিত হুইলিং বিল পরিশোধ করা হবে।	সময়মত ও চাহিদা অনুযায়ী হুইলিং বিল পরিশোধ করা হলে পিজিসিবি'র আর্থিক ভিত্তি মজবুত হবে ও সার্বিক কার্যক্রম জোরদার হবে।	অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বৃদ্ধি পেলে সকল অর্থনৈতিক সূচকে ঋণাত্বক প্রভাব পড়বে ও এপিএ সূচক অর্জন হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/ প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, বিআরইবি, ওজোপাডিকো ও নেসকো এবং ঋণ প্রদানকারী সংস্থা।	হুইলিং বিল পরিশোধ করা। অর্থের যোগান বজায় রাখা।	Current Ratio	সময়মত হুইলিং বিল পরিশোধ। প্রয়োজনমত ঋণ ছাড় করা।	ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি মুক্ত থাকবে চলমান ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা যাবে।	পাওনার পরিমান বৃদ্ধি পাবে। চলমান ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হবে ও এপিএ সূচক অর্জন হবে না।
বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, বিআরইবি, ওজোপাডিকো ও নেসকো এবং ঋণ প্রদানকারী সংস্থা।	হুইলিং বিল পরিশোধ করা। অর্থের যোগান বজায় রাখা।	Quick Ratio	সময়মত হুইলিং বিল পরিশোধ। অর্থের যোগান বজায় রাখা।	ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি মুক্ত থাকবে। চলমান ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা যাবে।	ঋণ পরিশোধে ঝুঁকি থাকবে। চলমান ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হবে ও এপিএ সূচক অর্জন হবে না।
বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, বিআরইবি, ওজোপাডিকো ও নেসকো এবং ঋণ প্রদানকারী সংস্থা।	হুইলিং বিল পরিশোধ করা। অর্থের যোগান বজায় রাখা।	Debt Service Coverage Ratio	সময়মত হুইলিং বিল পরিশোধ। অর্থের যোগান বজায় রাখা।	ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি মুক্ত থাকবে। লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বজায় থাকা।	ঋণ পরিশোধে ঝুঁকি থাকবে। চলমান ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হবে ও এপিএ সূচক অর্জন হবে না।